"স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যান্সডক-এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন"

শীর্ষক কর্মশালা

স্থান: ব্যান্সডক মিলনায়তন

০৫ পৌষ ১৪৩০/২০ ডিসেম্বর ২০২৩

প্রতিবেদন

বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ই-১৪/ওয়াই, আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন: ৫৫০০৬৯১৯, ৫৫০০৬৯১৮ ফ্যাক্স: ৫৫০০৬৯১৭ ই-মেইল: bansdoc@bansdoc.gov.bd, bansdoc@gmail.com

Website: www.bansdoc.gov.bd

01C

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	পটভূমি	৩
২	প্রথম সেশন	৪
৩	দ্বিতীয় সেশন ও ব্যান্সডক-এর উপস্থাপনা	৫
৪	মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন	৬-৭
৫	তৃতীয় সেশন	৭
৬	বিশেষ অতিথি ও আলোচক জনাব বিদ্যুৎ চন্দ্র আইচ, যুগ্মসচিব-এর বক্তব্য	৭
৭	বিশেষ অতিথি ও আলোচক অধ্যাপক ড. কামরুন নাহার-এর বক্তব্য	৮
৮	বিশেষ অতিথি ও আলোচক জনাব মো: আব্দুল মোমিন, অতিরিক্ত সচিব-এর বক্তব্য	৮-৯
৯	চতুর্থ সেশন-মুক্ত আলোচনা	৯-১১
১০	প্রধান অতিথির বক্তব্য	১২
১১	সভাপতির বক্তব্য	১৩
১২	সুপারিশসমূহ	১৪
১৩	মূল প্রবন্ধ	১৫-১৯
১৪	উপস্থিতি	২০-২৫
১৫	ফটোগ্যালারি	২৬

Md. Moniruzzaman
SRO, BANSDOC,
Ministry of Science & Technology
Agargaon, Dhaka, Bangladesh

-: প্রকাশনায় :-

বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যান্সডক)
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

-: প্রকাশকাল :-

০৫ পৌষ ১৪৩০/২০ ডিসেম্বর ২০২৩

"স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যান্সডক-এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন"

শীর্ষক কর্মশালার প্রতিবেদন

তারিখ: ২০ ডিসেম্বর ২০২৩

স্থান: ব্যান্সডক মিলনায়তন

অতিথিবৃন্দের আসনগ্রহণ

পটভূমি

বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যান্সডক) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রসমূহে তথ্যসেবা প্রদানকারী একটি জাতীয় সংস্থা। এ সংস্থা দেশের বিজ্ঞানী, গবেষক ও সংশ্লিষ্টদের হালনাগাদ তথ্যসেবা প্রদানসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তথ্য বিনিময়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ওয়েবপেইজভিত্তিক তথ্যসেবা সংযোজন করে বিদ্যমান তথ্যসেবাসমূহকে আরও সমৃদ্ধশালী ও আধুনিকায়ন করার ক্ষেত্রে ব্যান্সডক-এর অবদান অপরিসীম। প্রতিষ্ঠানটি ষাটের দশকে কার্যক্রম শুরু করে অদ্য বধি গবেষণা কার্যক্রমে সার্বিক সহায়তার লক্ষ্যে সকল ধরনের গবেষণালব্ধ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ও বিতরণে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে।

২০৪১ সালের মধ্যে একটি উচ্চ আয়ের, দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্নপূরণে প্রয়াসী হয়েছে বাংলাদেশ সরকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র দক্ষ নেতৃত্বে গত প্রায় দেড়দশকে উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীলতার পথে বহুদূর এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। ২০০৭ সালে যে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখা হয়েছিল সেটি পূরণ হয়েছে। এখন উদ্ভাবন ও তথ্যপ্রযুক্তির শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উন্নততর একটি বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি আমরা। এই বাংলাদেশেরই প্রতিরূপ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ, যেটি বিশ্বসভায় বাংলাদেশকে একটি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে। স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি ভিত্তি: স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট

Md. Moniruzzaman
SRO, BANSDOC.
Ministry of Science & Technology
Agargaon, Dhaka, Bangladesh

সরকার, স্মার্ট সমাজ ও স্মার্ট অর্থনীতি। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তথ্যপ্রযুক্তি সুবিধা ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে, তাদের দোরগোড়ায় প্রয়োজনীয় সেবাগুলোকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, ২০০৮ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ৬৩০ ডলার, যা এখন ২৬২১ ডলারে দাঁড়িয়েছে। সমাজে ডিজিটাল বৈষম্য কমেছে; বেড়েছে তথ্যের অবাধ প্রবাহ। সরকারের গতিশীল নেতৃত্বে ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে যথাসময়েই স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নপূরণে ব্যান্সডক নতুন নতুন পরিষেবার পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে স্মার্ট বাংলাদেশ বির্নিমাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

প্রথম সেশন:

অংশগ্রহণকারীসহ অনুষ্ঠানস্থল

২০/১২/২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যান্সডক)-এ **"স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যান্সডক-এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন"** শীর্ষক দিনব্যাপী একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে জনাব মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, বিশেষ অতিথি ও আলোচক হিসাবে যথাক্রমে জনাব মোঃ আব্দুল মোমিন, অতিরিক্ত সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, অধ্যাপক ড. কামরুন নাহার, কৃষি উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং জনাব বিদ্যুৎ চন্দ্র আইচ, যুগ্মসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় উপস্থিত ছিলেন। ব্যান্সডক-এর মহাপরিচালক জনাব মীর জহুরুল ইসলাম সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। অধ্যাপক ড. কাজী মোস্তাক গাউসুল হক, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন (কি-নোট পেপার সংযুক্ত)। সেমিনারে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে প্রায় ৮০ জন বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষক, ডাক্তার ও আইসিটি বিশেষজ্ঞসহ বিভিন্ন পেশাজীবীরা অংশগ্রহণ করেন।

Md. Moniruzzaman
SRO, BANSDOC
Ministry of Science & Technology
Agargaon, Dhaka, Bangladesh

ভিশন :

বিজ্ঞানী ও গবেষকদের চাহিদানুযায়ী বৈজ্ঞানিক তথ্য দ্রুত সরবরাহ।

মিশন :

বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের অনলাইন ডাটাবেজ স্থাপন, সংস্থার কার্যক্রমকে ডিজিটাইজড করা এবং গ্রাহকদের অফলাইন ও অনলাইন সার্ভিস প্রদান।

অধ্যাপক ড. কাজী মোস্তাক গাউসুল হক, কর্তৃক "স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যান্সডক-এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন

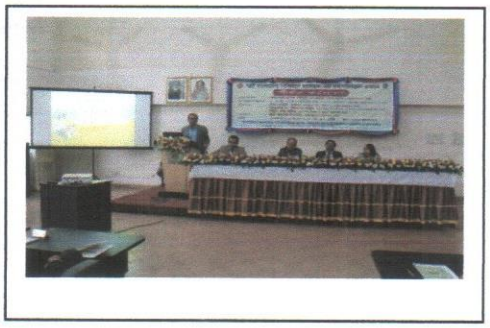

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন

সকাল ১১:০০ ঘটিকায় কি-নোট স্পিকার অধ্যাপক ড. কাজী মোস্তাক গাউসুল হক, **"স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যান্সডক-এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন"** শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সংযুক্ত কি-নোট পেপারের আলোকে তিনি ঘণ্টাব্যাপী একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনের মাধ্যমে ২০০৮ সালের নির্বাচনি ইশতেহার, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ, এসডিজি, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ডেল্টা প্লান, অষ্টম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনা এবং রুপকল্প ২০৪১ এর আলোকে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও সফলতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি তার উপস্থাপনায় 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যান্সডক-এর বর্তমান কার্যক্রমের পাশাপাশি আরও বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সুপারিশ প্রদান করেন। দেশের শিক্ষা ও গবেষণায় ব্যান্সডক-এর অভূতপূর্ব সাফল্যের গল্প ও ইতিহাস তুলে ধরে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যান্সডক-এর কার্যধারা অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। তিনি দেশের বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের Tacit knowledge কে ডকুমেন্টেশন আকারে প্রকাশ, শেয়ারিং ও রিসোর্স হিসাবে পরবর্তী গবেষণার জন্য সংরক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি **'স্মার্ট বাংলাদেশ'** বিনির্মাণের অন্যতম স্তম্ভ **'স্মার্ট সিটিজেন'** ও **'স্মার্ট সোসাইটি'** গঠনের লক্ষ্যে ব্যান্সডক-এর চলমান ইন্টার্নশিপ কার্যক্রমের মাধ্যমে হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট, ই-বুক কার্যক্রমের মাধ্যমে ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি, রিসোর্স শেয়ারিং ও নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে Tacit knowledge এর ডকুমেন্টেশন তৈরি ও Explicit knowledge এ রুপান্তর করে পরবর্তী প্রজন্মকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসমৃদ্ধ একটি শিক্ষা ও গবেষণাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি তার উপস্থাপনায় মানসম্মত এমএস, পিএইচডি ও পিএইচডি পরবর্তী উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে Authentication ও IPR (Intellectual Property Right) সংরক্ষণের জন্য ইংরেজি সফটওয়ারের পাশাপাশি সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণার উন্নয়নে বাংলায় একটি Plagiarism সফটওয়্যারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এ ছাড়াও ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহারকরণে নানাবিধ সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। তিনি এর সমাধানে ব্যান্সডক কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে একটি সফটওয়্যার তৈরি করে তা বাংলাদেশের সকল শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে একযোগে ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিক্ষা ও গবেষণার প্রসারে ব্যান্সডক-এর ভূমিকা সর্বাগ্রে উল্লেখ করে

Md. Moniruzzaman
SRO, BANSDOC
Ministry of Science & Technology
Dhaka, Bangladesh

অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ

সকাল ৯:৩০- ১০:০০ সময় পর্যন্ত অংশগ্রহণকারীরা রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে ব্যান্সডক অডিটোরিয়ামে আসন গ্রহণ করেন। জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, পিএসও, ব্যান্সডক, ঢাকা-এর সঞ্চালনায় সকাল ১০:০০ ঘটিকায় সেমিনার/ওয়ার্কশপের মূল কার্যক্রম শুরু হয়।

দ্বিতীয় সেশন:

কোরআন তেলাওয়াত ও ব্যান্সডক কার্যক্রম উপস্থাপন

অনুষ্ঠানের সভাপতি, প্রধান অতিথি, আলোচক ও মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক আসন গ্রহণের পর জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন। আলোচনার শুরুতে সঞ্চালক মোঃ মনিরুজ্জামান অংশগ্রহণকারীদের অবহিতকরণের জন্য ব্যান্সডক-এর মূল কার্যক্রম উপস্থাপনের নিমিত্ত জনাব মোহাম্মদ আসলাম আলী খন্দকার, ফটোগ্রাফিক অফিসার, ব্যান্সডককে আহবান জানালে তিনি ব্যান্সডক-এর কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। তিনি ব্যান্সডক-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মিশন ও ভিশনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

ব্যান্সডক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রসমূহে তথ্য সেবা প্রদানকারী দেশের একমাত্র জাতীয় সংস্থা। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ, শিল্পোদ্যোক্তা, পরিকল্পনাবিদ, নীতি-নির্ধারক, ছাত্র শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত তথ্য সেবা প্রদান ব্যান্সডক-এর প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনকল্পে ব্যান্সডক নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদন করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সকল ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম, কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সকল ক্ষেত্রে কর্মরত গবেষকদের গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য তাঁদের চাহিদানুযায়ী স্ব-স্ব বিষয়ের ওপর তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ এবং বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ও গবেষকদের সাথে বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানী ও গবেষকদের সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করা।

Md. Moniruzzaman
SRO, BANSDOC
Ministry of Science & Technology
Agargaon, Dhaka, Bangladesh

বিশেষ অতিথি ও আলোচক অধ্যাপক ড. কামরুন নাহার

সম্মানিত বিশেষ অতিথি ও আলোচক অধ্যাপক ড. কামরুন নাহার

অতঃপর অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ও আলোচক অধ্যাপক ড. কামরুন নাহার, কৃষি উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-তার বক্তব্য তুলে ধরেন। তার বক্তব্যে ব্যান্সডক-এর এ আয়োজন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রাথমিক পদক্ষেপ উল্লেখ করে ব্যান্সডক-কে ধন্যবাদ জানান। সেই সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অনুদান ও অবদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তবে তার বক্তব্যে দুঃখ ও একধরনের আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন যে, সারাবিশ্ব যখন শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, গবেষণায় এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের অনেক মেধা থাকা সত্ত্বেও তারা শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, গবেষণায় এক ধরনের অনীহা ও বিমুখতা প্রকাশ করছেন যা তিনি ক্লাসের ভিতরে ও বাহিরে লক্ষ্য করেছেন। গবেষণা বিমুখতা থেকে শিক্ষার্থী ও গবেষকদের সঠিক ট্র্যাকে নিয়ে আসার জন্য স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের কর্মপরিকল্পনায় ব্যান্সডক-এর এ আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণার চৌর্যবৃত্তি রোধে ইউনিক Plagiarism সফটওয়্যারের প্রয়োজনীয়তার সাথে সহমত পোষণ করে বলেন যে, মেধাসত্ত্ব সকলের অধিকার এবং ইহা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কৃষি গবেষণায় বাংলাদেশের সফলতার কথা তুলে ধরে এ ক্ষেত্রে Literature Review এর জন্য দেশে বিদেশ হতে বিভিন্ন জার্নাল/আর্টিক্যাল সংগ্রহপূর্বক ব্যান্সডক গবেষকদের সরবরাহ করায় গবেষণার সাফল্যে ব্যান্সডক-এর সরাসরি সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করেন।

বিশেষ অতিথি ও আলোচক জনাব মোঃ আব্দুল মোমিন

সম্মানিত বিশেষ অতিথি ও আলোচক জনাব মোঃ আব্দুল মোমিন

Md. Moniruzzaman
SRO, BANSDOC,
Ministry of Science & Technology
Agargaon, Dhaka, Bangladesh

ব্যান্সডক-কে একটি স্মার্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি তার কি-নোট পেপারে ব্যান্সডক-এর বর্তমান কার্যক্রমের সাথে নতুন কিছু স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের সুস্পষ্ট সুপারিশ প্রদান করেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন

তৃতীয় সেশন: আলোচকদের বক্তব্য

বিশেষ অতিথি ও সম্মানিত আলোচক জনাব বিদ্যুৎ চন্দ্র আইচ

সম্মানিত বিশেষ অতিথি ও আলোচক জনাব বিদ্যুৎ চন্দ্র আইচ

চা-বিরতির পরে অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্ব শুরু হয়। তৃতীয় পর্বের শুরুতে কি-নোট পেপারের ওপর আলোচনায় বিশেষ অতিথি ও সম্মানিত আলোচক জনাব বিদ্যুৎ চন্দ্র আইচ, যুগ্মসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় তার বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি তার বক্তব্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে ব্যান্সডক-এর এরূপ প্রাসঙ্গিক আয়োজনের জন্য অনুষ্ঠানের সভাপতি ও ব্যান্সডক কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি একটি সমৃদ্ধ কি-নোট উপস্থাপনের জন্য কি-নোট উপস্থাপকের প্রশংসা করে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যান্সডক-এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণা প্রসারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুদানের বিষয়ে উল্লেখ করে গবেষণা পরবর্তী ফলাফল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশের জন্য ব্যান্সডক-কে একটি তহবিল গঠনের পরামর্শ প্রদান করেন। এ ছাড়াও তিনি কি-নোট পেপারের সুপারিশসমূহ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করে তা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের জন্য ব্যান্সডক-কে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে তার বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

Md. Moniruzzaman
SRO, BANSDOC
Ministry of Science & Technology
Agargaon, Dhaka, Bangladesh

জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণার ওপর গুরুত্বারোপ করে গবেষণার জন্য স্মার্ট পদ্ধতিতে Knowledge Management-এর নিরিখে দক্ষ জনশক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের আহবান জানান। তিনি বলেন এ ক্ষেত্রে Resource Management- এর জন্য ব্যান্সডক-কে স্মার্ট ডিভাইস, ইউনিক সফটওয়্যার তৈরি ও বুদ্ধিবৃত্তিক মেধাসম্পদ সংরক্ষণের জন্য ব্যান্সডক-কে এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি বলেন গবেষণার বিকল্প নেই। তিনি গবেষকদের গবেষণা করার জন্য গ্রন্থাগারসমূহে অতি আধুনিক যেমন উন্নত পাঠকক্ষ, বিশ্রামাগার, কফি কর্নার, ফ্রি ওয়াইফাই জোন, ডিজিটাল স্ক্রিনসহ, ক্যাম্পাস করিডোরকে আকর্ষণীয় হিসেবে তৈরি করে গবেষকদের আকর্ষণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

জনাব আশরাফুল ইসলাম, এটুআই

আলোচনায় অংশ নিয়ে **জনাব আশরাফুল ইসলাম,** এটুআই, আইসিটি ব্যান্সডক-কে ধন্যবাদ জানিয়ে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে ব্যান্সডক-কে স্মার্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে তথ্য পরিষেবায় টেকনোলজির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে আইসিটি ডিভিশনের যে কোন ধরনের সাপোর্ট প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিচালক **জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম,** মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে ব্যান্সডক-কে এরূপ প্রাসঙ্গিক আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে Plagiarism সফটওয়্যার তৈরির ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ

বিসিএসআইআর এর প্রতিনিধি **জনাব ড. মাহবুব আলম,** পিএসও, 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যান্সডক-এর কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ' শীর্ষক অদ্যকার আয়োজনের জন্য ব্যান্সডক-কে ধন্যবাদ জানিয়ে গবেষকদের

Md. Moniruzzaman
SRO, BANSDOC
Ministry of Science & Technology
Agargaon, Dhaka, Bangladesh

অতঃপর অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ও আলোচক জনাব মোঃ আব্দুল মোমিন, অতিরিক্ত সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় তার বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি তার বক্তব্যে এরূপ আয়োজনের জন্য ব্যান্সডক-কে ধন্যবাদ জানান এবং বিশ্বের সাথে নিজেদের সকল ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য মেধা ও মননের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত ডিজিটাল বাংলাদেশের পরবর্তী ধাপ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ একটি বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেন। তিনি মেধা বিকাশের গুরুত্ব উল্লেখ করে Vertical & Horizontal knowledge Sharing এর মাধ্যমে একটি নলেজ বেইজড স্মার্ট সোসাইটি গঠন করা সম্ভব বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। একটি সমৃদ্ধ কি-নোট উপস্থাপনের জন্য অধ্যাপক ড. কাজী মোস্তাক গাউসুল হক-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি ব্যান্সডক-এর সকল কার্যক্রমে স্মার্ট পদ্ধতি প্রবর্তনসহ ব্যান্সডক-কে একটি আধুনিক, তথ্যসমৃদ্ধ ও স্মার্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার আহবান জানান। এ লক্ষ্যে তিনি ব্যান্সডক-এর ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন, রিসোর্সের কালেকশন ডেভেলপমেন্টের জন্য সেন্ট্রাল হাব, স্মার্ট ক্লাস রুম নির্মাণ, জনবল বৃদ্ধির জন্য বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাসসহ বাজেট বৃদ্ধির প্রস্তাবনা তুলে ধরেন। তিনি তার বক্তব্যে ব্যান্সডক-এর ন্যায় ইন্ডিয়ার INSDOC, পাকিস্তানের PANSDOC তাদের কার্যক্রমের ধারা পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমানে যথাক্রমে NISCAIR ও PASTIC এ পরিবর্তিত নামকরণের মাধ্যমে যুগোপযোগী পরিষেবা প্রদান করছে। ব্যান্সডকও এরূপ কাযক্রম গ্রহণ করতে পারে মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। এ ছাড়াও ব্যান্সডক কার্যক্রমের প্রচার ও প্রসারের জন্য তিনি বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক এবং সোস্যাল মিডিয়া যেমন: Whatsapp, Facebook ও Twitter ব্যবহার করে বিভিন্ন গবেষক ও স্টেকহোল্ডারদের ব্যান্সডক-এর পরিষেবা সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করা যেতে পারে যা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যান্সডক-এর ভূমিকাকে গুরুত্ববহ করে তুলবে। তিনি উল্লিখিত বিভিন্ন বিষয় বাস্তবায়নের জন্য ব্যান্সডককে একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করে তার বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

চতুর্থ সেশন: মুক্ত আলোচনা

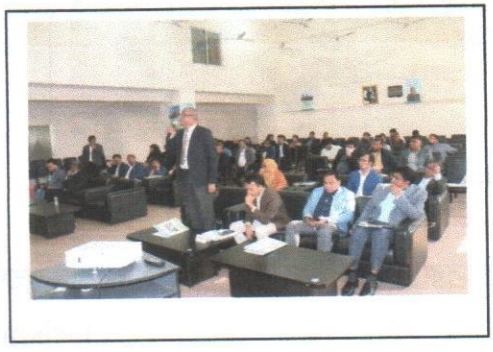

বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা: ফজলুর রহমান

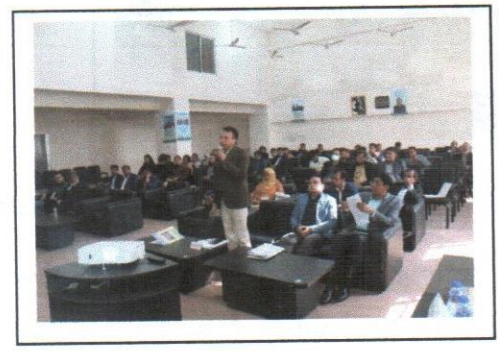

বিসিসি'র আঞ্চলিক পরিচালক জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম

নামাজ ও মধ্যাহ্ন বিরতির পর দুপুর ২:১০ থেকে চতুর্থ সেশনের কার্যক্রম শুরু হয়। এ সেশনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে আগত অংশগ্রহণকারীদের মতামত প্রদানের জন্য সঞ্চালক জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান আহবান জানান। অতঃপর পর্যায়ক্রমে নাম ও পরিচয় উল্লেখপূর্বক অংশগ্রহণকারীগণ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যান্সডক-এর করণীয় নির্ধারণ বিষয় তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা: ফজলুর রহমান (লায়ন্স ও প্রবীণ হসপিটাল) এরূপ আয়োজনের জন্য ব্যান্সডক-কে ধন্যবাদ জানান। তিনি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের

Md. Moniruzzaman
SRO, BANSDOC
Ministry of Science & Technology
Agargaon, Dhaka, Bangladesh

অবস্থান থেকে কার্যকর ভূমিকা পালনের আহবান জানান। তারা প্রত্যাশা করেন ব্যান্সডক অদ্যকার সেমিনারের সুপারিশসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারকে ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন পূরণে সফলতা অর্জনে সহায়তা করেন।

অংশগ্রহণকারীগণ গবেষকদের সহায়তার জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নাল সাবস্ক্রিপশন বৃদ্ধির পরামর্শ প্রদান করেন। সেই সাথে আন্তর্জাতিক জার্নালসমূহে অ্যাকসেস পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ব্যান্সডক কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান। Plagiarism সফটওয়্যার তৈরির ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্য:

মাননীয় প্রধান অতিথি জনাব মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী

প্রধান অতিথি জনাব মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর তার বক্তব্যের প্রারম্ভে কি-নোট উপস্থাপনের জন্য অধ্যাপক ড. কাজী মোস্তাক গাউসুল হক-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং তিনি ব্যান্সডক-এর সকল কার্যক্রমে স্মার্ট পদ্ধতি প্রবর্তনসহ ডিজিটাল কন্টেন্টের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশ বির্নিমাণের কর্মসূচি ঘোষণার অব্যবহিত পরে ব্যান্সডক-এর এ আয়োজনকে সাধুবাদ জানান। তিনি বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ বির্নিমাণ করতে হলে সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের মানবসম্পদকে স্মার্টকরণের মাধ্যমে সেবাসমূহ স্মার্ট পদ্ধতিতে প্রদান করতে হবে। তার ধারাবাহিকতায় স্মার্ট গর্ভমেন্ট তৈরি হবে। তিনি আরও বলেন, আমরা যে পদ্ধতিই প্রর্বতন করতে চাই না কেনো সফলতার জন্য চলনে-বলনে, আচার-আচরণে, মননে ও মানসিকতায় আমাদের অবশ্যই সাধুতা, সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিতে হবে। তিনি প্রসঙ্গত উল্লেখ করেন যে, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের বিভিন্ন আয়োজনে ব্যান্সডক সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে আগত শিক্ষার্থী ব্যান্সডক-এর ইর্ন্টানদের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর পরিদর্শনের মধ্যে দিয়ে ব্যান্সডক দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও নলেজ শেয়ারিং এর মাধ্যমে বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ ধরনের কার্যক্রম অবশ্যই স্মার্ট বাংলাদেশ বির্নিমাণকে সার্থক ও সফল করে তুলবে। ভবিষ্যতে ব্যান্সডক আরও এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ বির্নিমাণের একজন সক্রিয় অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করে সকলের সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন।

Md. Moniruzzaman
SRO, BANSDOC
Ministry of Science & Technology
Agargaon, Dhaka, Bangladesh

সহায়তার জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নাল সাবস্ক্রিপশন বৃদ্ধির পরামর্শ প্রদান করেন। সেইসাথে আন্তর্জাতিক জার্নালসমূহে অ্যাকসেস পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ব্যান্সডক কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান।

মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের উপ-পরিচালক জনাব নুসরাত শারিতা, মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে ব্যান্সডক-কে ধন্যবাদ জানান। তিনি গবেষণা উন্নয়নে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বেশ কয়েকটি পদক্ষেপের উদ্ধৃতি দিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যান্সডক কর্তৃক আরও কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ করেন। তিনি আরও বলেন, Resource Sharing এবং নেটওয়ার্কিং ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে ডুপলিকেশন পরিহার করে বিভিন্ন সায়েন্টিফিক পাবলিশারের সাবস্ক্রিপশন বৃদ্ধি করে ব্যান্সডক স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে এগিয়ে যেতে পারে।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতাল এর সহকারী রেজিস্ট্রার ডাঃ জুনায়েদ আব্দুল কাইয়ুম নিউরোসায়েন্সের পক্ষ থেকে ব্যান্সডক-কে এরূপ আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি চিকিৎসা গবেষণায় তার প্রতিষ্ঠানের অনেক গবেষক ব্যান্সডক-এর মাধ্যমে অনেক বিদেশি জার্নাল আর্টিক্যাল সংগ্রহ করেন। যা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর ই-জার্নাল সংগ্রহের জন্য অনুরোধ জানান।

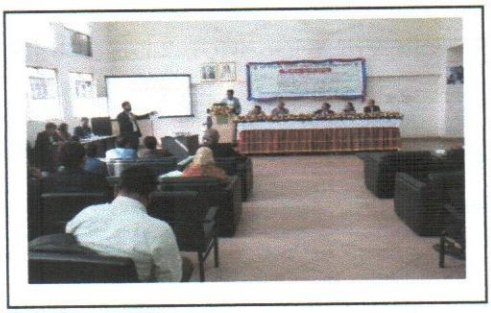

মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ

এ ছাড়াও মুক্ত আলোচনায় অন্যান্য অনেক প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে সম্মিলিতভাবে ব্যান্সডক-এর এই আয়োজনের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন। তারা প্রায় সকলেই ডিজিটাল বাংলাদেশের সফলতার উল্লেখ করে বর্তমান সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ একটি সময়োচিত ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। ডিজিটাল বাংলাদেশের মত স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণে প্রত্যেককে স্ব-স্ব

Md. Moniruzzaman
SRO, BANSDOC
Ministry of Science & Technology

সুপারিশসমূহ:

ক্রমিক	স্বল্পমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা	মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা	দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা
০১	ডিজিটাল কনটেন্ট ডেভেলপমেন্টের লক্ষ্যে ইউনিক ই-বুক সফটওয়্যার তৈরি ও জাতীয়ভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করা।	ব্যান্সডক-এর চলমান সেবাসমূহকে স্মার্ট সেবায় রূপান্তরের জন্য ভবন আধুনিকীকরণসহ বিভিন্ন কম্পোনেন্ট সংযুক্ত করে প্রকল্প গ্রহণ।	অগ্রসর প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আর্টিক্যাল প্রকাশ ও প্রকাশিত আর্টিক্যালের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রণোদনার ব্যবস্থা করা।
০২	সেবা ও অবকাঠামোগত সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস ও জনবল বৃদ্ধি।	গবেষণায় চৌর্যবৃত্তি রোধ ও Intellectual Property Rights নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় কেন্দ্রীয়ভাবে Plagiarism Software Develop করা ও সকল শিক্ষা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার নিশ্চিত করা।	বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন ও প্রচারণার ব্যবস্থা করা।
০৩	Tacit Knowledge-কে ধারণ ও ডকুমেন্টেশনের জন্য Knowledge Sharing Session-এর আয়োজন।	নতুন সেবার প্রবর্তন, যেমন: প্রুফরিডিং ও সম্পাদনা, প্রযুক্তিনির্ভর গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যান্সডক-এ স্মার্ট ডিভাইসের ব্যবহার বৃদ্ধি ।	দক্ষ ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানসম্পন্ন তথ্যকর্মী গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইন্টার্নশিপ কার্যক্রমের পাশাপাশি সার্টিফিকেট কোর্স চালুকরণ।
০৪	ব্যান্সডক-এর তত্ত্বাবধানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন জার্নাল প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ।	স্মার্ট ডকুমেন্টেশনের লক্ষ্যে ই-বুক ও ই-জার্নাল সংগ্রহ ও সেবার পরিসর বৃদ্ধি।	পরিষেবা বৃদ্ধিকল্পে সেবাবিভাগ যথা: শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, প্রকাশনা, আইসিটি বিভাগ সংযোজন।

অতঃপর সমাপনী চা-চক্রে সকলকে আহবান জানিয়ে সভার সঞ্চালক মো: মনিরুজ্জামান সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

Md. Moniruzzaman
SRO, BANSDOC,
Ministry of Science & Technology
Agargaon, Dhaka, Bangladesh

সভাপতির বক্তব্য:

মাননীয় সভাপতি জনাব মীর জহুরুল ইসলাম

"স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যান্সডক-এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন" শীর্ষক দিনব্যাপী সেমিনারে কী-নোট উপস্থাপন, বিশেষ অতিথি ও আলোচকদের বক্তব্য, প্রধান অতিথির বক্তব্য ও মুক্ত আলোচনা শেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব মীর জহুরুল ইসলাম, মহাপরিচালক, ব্যান্সডক, ঢাকা তার বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্যের শুরুতে মাননীয় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, কী-নোট স্পিকারসহ অংশগ্রহণকারীদেরকে ব্যান্সডক-এর পক্ষ থেকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি তার বক্তব্যে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও ফলপ্রসূ একটি প্রাসঙ্গিক সেমিনার সম্পন্ন হয়েছে উল্লেখ করে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন সরকারের যেকোন অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়ন করা আমাদের দায়িত্ব। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ স্বপ্ন নয় বাস্তব, করোনা মহামারী ও লকডাউনের সময়ে ডিজিটাল বাংলাদেশের বদৌলতে ডিজিটাল টেকনোলজি ব্যবহার করে ব্যান্সডকসহ সকল অফিসসমূহ নির্বিঘ্নে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ২০৪১ সালের মধ্যে অনুরূপ স্মার্ট বাংলাদেশ বির্নিমাণ সকলের অংশগ্রহণে বাস্তবে পরিণত হবে। এ জন্য তিনি আয়োজিত সেমিনার হতে প্রাপ্ত সকল সুপারিশসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। অনেক ব্যস্ততার মাঝেও মাননীয় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও আলোচকবৃন্দ ব্যান্সডক-এর এ আয়োজনে সাড়া দিয়ে মূল্যবান পরামর্শ ও মতামত প্রদান করায় স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণে একধাপ অগ্রসর হলো উল্লেখ করে সকলের প্রতি পুনরায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

Md. Moniruzzaman
SRO, BANSDOC
Ministry of Science & Technology

স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে ব্যান্সডক-এর কার্যক্রমকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সর্বাগ্রে যেসব কর্মোদ্যোগ নিতে হবে তার মধ্যে আছেঃ

ক) স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্যের আলোকে ব্যান্সডক-এর জন্য স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা তৈরি করাঃ স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য অর্জনে ব্যান্সডক যাতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য স্বল্পমেয়াদী (২০২৮ সালের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য), মাঝারি মেয়াদী (২০৩৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য) এবং দীর্ঘমেয়াদী (২০৪১ সালের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য) পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। এসব পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হবে ব্যান্সডক-এর তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ, প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ এবং বিদ্যমান সেবাসমূহের পরিসর ও পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যান্সডক-এর সেবাকে বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও গবেষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া, যার মাধ্যমে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা যায়।

খ) ব্যান্সডক-এর অবকাঠামোগত সক্ষমতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করাঃ ব্যান্সডক-এর বর্তমান ভৌত ও কারিগরি অবকাঠামোকে ক্রমান্বয়ে উন্নত করতে হবে যাতে এটি সারাদেশের ব্যবহারকারীদের কাছে তার সেবাকে পৌঁছে দিতে পারে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক সক্ষমতাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য সরকারের নীতিগত ও আর্থিক সহায়তা খুবই প্রয়োজন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে, যাতে দেশ ও জাতির উন্নয়নে তথ্য ও জ্ঞানভিত্তিক কর্মপ্রচেষ্টা গ্রহণ করা যায়। এর মাধ্যমে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে সারাদেশের তথ্যানুসন্ধানী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।

গ) জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেটওয়ার্কিং বৃদ্ধি করাঃ ব্যান্সডক-কে সত্যিকার অর্থে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত তথ্যসেবার পথিকৃৎ ও জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করতে হবে। এজন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের তথ্যকেন্দ্র, গবেষণা সংস্থা, নেটওয়ার্ক ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে। ব্যান্সডক-এর কর্মীদের জন্য নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সংস্থাটির আন্তর্জাতিক যোগাযোগকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। দেশের নানা প্রান্তে সংঘটিত গবেষণাকর্মের ফলাফল সংগ্রহ ও সংকলন করে প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যভাণ্ডারে সংরক্ষণ করতে হবে এবং অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বের নানা প্রান্তের তথ্যানুসন্ধানীদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এছাড়াও ব্যান্সডক-এর ওয়েবসাইটকে আরও তথ্যবহুল ও সক্রিয় করা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এর উপস্থিতি বৃদ্ধি করতে হবে। ব্যান্সডক থেকে ইন্টার্নশিপ সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীরা বর্তমানে শিক্ষক, গবেষক এবং তথ্য ও জ্ঞানকর্মী হিসেবে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে আছেন। এদের মাধ্যমে ব্যান্সডক-এর নলেজ নেটওয়ার্ককে আরও শক্তিশালী ও সক্রিয় করে তুলতে হবে।

সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনাঃ কতিপয় প্রস্তাব

স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে অবদান রাখার প্রয়োজনে ব্যান্সডক-এর কার্যক্রমকে ঢেলে সাজানোর পাশাপাশি উদ্ভাবনশীল নতুন চিন্তা ও ধারণার প্রয়োগ ঘটাতে হবে। বাছবিচারহীনভাবে নতুন নতুন অনেক সেবা প্রয়োগ না করে সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনার আলোকে এমন সব কার্যক্রম হাতে নিতে হবে যা হবে সুনির্দিষ্ট, সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত। এ ধরনের কিছু কর্মোদ্যোগের মধ্যে রয়েছেঃ

১। তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণঃ জ্ঞানভিত্তিক এ সমাজে প্রতিনিয়ত নানা বিষয়ে বিপুল সংখ্যক রচনা প্রকাশিত হচ্ছে। নানা ভাষায় প্রকাশিত এসব তথ্য সামগ্রীর সুষ্ঠু সংগঠন ছাড়া গবেষকদের গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালনা দুরূহ হয়ে পড়বে। বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে প্রকাশিত পুস্তক, গবেষণা প্রবন্ধ ইত্যাদি

Md. Moniruzzaman
SRO, BANSDOC
Ministry of Science & Technology

মূল প্রবন্ধঃ

২০৪১ সালের মধ্যে একটি উচ্চ আয়ের, দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্নপূরণে প্রয়াসী হয়েছে বাংলাদেশ সরকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে গত প্রায় দেড় দশকে উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীলতার পথে বহুদূর এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। ২০০৭ সালে যে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখা হয়েছিল সেটি পূরণ হয়েছে। এখন উদ্ভাবন ও তথ্যপ্রযুক্তির শক্তিতে বলীয়ান হয়ে উন্নততর একটি বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি আমরা। এই বাংলাদেশেরই প্রতিরূপ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ, যেটি বিশ্বসভায় বাংলাদেশকে একটি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে। স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি ভিত্তি: স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ ও স্মার্ট অর্থনীতি। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তথ্যপ্রযুক্তি সুবিধা ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে, তাদের দোরগোড়ায় প্রয়োজনীয় সেবাগুলোকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, ২০০৮ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ৬৩০ ডলার, যা এখন ২৬২১ ডলারে দাঁড়িয়েছে। সমাজে ডিজিটাল বৈষম্য কমেছে, বেড়েছে তথ্যের অবাধ প্রবাহ। সব মিলিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশের পথে যাত্রা শুরুর জন্য একটি সুবিধাজনক অবস্থায় আছি আমরা। আশা করা যায়, সরকারের গতিশীল নেতৃত্বে ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে যথাসময়েই স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নপূরণ সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গ্রন্থাগার তথ্য ও ডকুমেন্টেশন সেবার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সংস্থা হচ্ছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যান্সডক)। গবেষক ও প্রযুক্তিবিদদের জন্য উন্নত মানের গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে ব্যান্সডক দেশের আর্থ সামাজিক অগ্রগতিতে অবদান রেখে চলেছে। একুশ শতকের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে ব্যান্সডক তার কর্মকাণ্ডে গুণগত পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। ডিজিটাল কনটেন্ট ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা এবং একুশ শতকের উপযোগী দক্ষ তথ্যকর্মী গড়ে তোলার মাধ্যমে ব্যান্সডক তার কর্মকাণ্ডে বহুমাত্রিকতা নিয়ে এসেছে। প্রযুক্তিনির্ভর গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবা, ডকুমেন্ট সংগ্রহ ও ডেলিভারি সেবা, অগ্রসর পর্যায়ের গ্রন্থপঞ্জিগত সেবা, বিজ্ঞান বিষয়ক স্লাইড তৈরি, বিজ্ঞান সম্মেলনের তালিকা প্রণয়ন, বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষকদের তালিকা প্রস্তুতকরণসহ বিশেষায়িত সেবা, অনুবাদ সেবা, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সেবা, রিপ্রোগ্রাফিক সেবা এবং প্রকাশনা সেবার মাধ্যমে ব্যান্সডক বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও গবেষকদের চাহিদা পূরণ করে চলেছে। এছাড়াও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের তথ্যকেন্দ্র ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক তথ্যের আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে একটি ন্যাশনাল ফোকাল পয়েন্ট হিসেবেও কাজ করে চলেছে ব্যান্সডক।

স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে ব্যান্সডক-এর কর্মকাণ্ড যুগোপযোগীকরণ

ব্যান্সডক যাতে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে তার কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখতে পারে সেজন্য এর সক্ষমতা ও কার্যক্রমকে যুগোপযোগী রাখতে হবে। অস্বীকার করার উপায় নেই, জ্ঞান অনুসন্ধান ও আহরণের নানাবিধ মাধ্যমের সহজলভ্যতা বৃদ্ধির কারণে প্রথাগত গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের কার্যক্রম নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে। বিশ্বজুড়েই গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলো তাদের কাজে গুণ ও মাত্রাগত পরিবর্তন নিয়ে আসছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক তথ্যসেবা কেন্দ্র হিসেবে ব্যান্সডককেও বিশ্বমানে পৌঁছাতে হবে। এ লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে প্রতিষ্ঠানটির সেবা ও অবকাঠামোগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং ব্যবহারকারীদের চাহিদার নিরিখে নতুন নতুন তথ্য ও জ্ঞানসেবা প্রদান করতে হবে।

Md. Moniruzzaman
SRO, BANSDOC
Ministry of Science & Technology

নানা সামগ্রীর সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা, বিশেষত গবেষকদের প্রয়োজনে অত্যাধুনিক ও নবপ্রকাশিত তথ্য অনুসন্ধান ও প্রাপ্তিতে ব্যান্সডক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যান্সডক-এর অবকাঠামোগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে প্রকাশিত সামগ্রী এদেশের বিজ্ঞানী ও গবেষকদের কাছে দ্রুত পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে ব্যান্সডক কর্তৃক সংগৃহীত বিভিন্ন রিসোর্সের সুষ্ঠু ও স্মার্ট ব্যবস্থাপনাও নিশ্চিত করা আবশ্যক।

২। নতুন সেবার প্রবর্তন: বর্তমান সময়ে গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলো প্রথাগত গ্রন্থাগার সেবার বাইরে এসে নতুন নতুন সেবা প্রদান করছে। সেবাগ্রহীতাদের ফরমায়েশের বিপরীতে সেবা প্রদানের (on demand) পরিবর্তে তাঁদের প্রয়োজন বিশ্লেষণ করে স্বপ্রণোদিতভাবে সেবাপ্রদানের (in anticipation) মডেল অনুসরণ করা হচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট ব্যবহারকারীদের চাহিদা পূরণে ব্যান্সডক-এর গ্রন্থাগার সেবাকে বহুমুখীকরণ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। এ লক্ষ্যে যেসব পরিবর্তন আনা যেতে পারে তার মধ্যে আছে: গ্রন্থাগারে বিষয়ভিত্তিক তথ্যসেবা প্রদানের প্রয়োজনে সাবজেক্ট লাইব্রেরিয়ানশিপ ধারণা প্রবর্তন, ভার্চুয়াল রেফারেন্স সেবা প্রদান, প্রুফরিডিং ও সম্পাদনা সেবা, বিজ্ঞান গবেষক ও পাঠকদের মধ্যে জ্ঞান বিনিময়ের জন্য নলেজ শেয়ারিং সেশন আয়োজন, ই-বুক ও ই-জার্নাল সেবার পরিসর বৃদ্ধি, ডিজিটাল গ্রন্থাগার সেবার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন, পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি। বর্তমান সেবাগুলো যাতে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষায়িত তথ্য ও রেফারেন্স সেবার পরিসর বৃদ্ধি করতে হবে, সেবায় বৈচিত্র্য আনতে হবে এবং গুণমানও বাড়াতে হবে। তাহলেই সরকারি নীতিনির্ধারক, বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সবাই উপকৃত হবেন। অনুবাদ সেবা, চলতি তথ্যজ্ঞাপন সেবা, নির্বাচিত তথ্যসেবায় বৈচিত্র্য নিয়ে আসতে হবে, যাতে দেশবিদেশের বিজ্ঞানী ও গবেষকরা এসব সেবা থেকে আরও উপকৃত হন। এছাড়া গ্রন্থপঞ্জিগত সেবা, সারসংক্ষেপণ সেবা, নির্ঘণ্টীকরণ সেবাকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে ব্যান্সডক-এর সেবায় বহুমাত্রিকতা নিয়ে আসতে হবে।

৩। প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ও জনবল বৃদ্ধি: প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল ছাড়া স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে ব্যান্সডক-এর পক্ষে যথাযথভাবে অবদান রাখা সম্ভব হবে না। পর্যাপ্ত জনবলের অভাবে ব্যান্সডক তার বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনায় নানাবিধ বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। এমতাবস্থায় বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে ব্যান্সডক-এর অর্গানোগ্রামকে পুনর্বিন্যস্ত করার মাধ্যমে দক্ষ, প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়োগ একান্ত প্রয়োজন। কর্মীদের সক্ষমতার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য কোন কোন খাতে কোন দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী প্রয়োজন সে বিষয়ে সামগ্রিক একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা আবশ্যক।

৪। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সম্প্রসারণ: জ্ঞান সমাজের চাহিদা পূরণে দক্ষ তথ্যকর্মী গড়ে তোলার প্রয়োজনে ব্যান্সডক ইন্টার্নশিপ কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। এ কর্মসূচির আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা বিষয়ে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। স্মার্ট বাংলাদেশে উদ্ভাবন ও মানবসম্পদ উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তথ্যপ্রযুক্তি দক্ষতাসম্পন্ন তথ্যকর্মী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান ইন্টার্নশিপ কর্মকাণ্ডকে পরিবর্ধিত করতে হবে। এর পাঠক্রমকে সমৃদ্ধ করে প্রায়োগিক আরও নানা বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এছাড়াও ব্যান্সডক-এর শিক্ষণ কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার জন্য পেশাজীবীদের জন্য

Md. Moniruzzaman
SRO, BANSDOC
Ministry of Science & Technology
Agargaon, Dhaka, Bangladesh

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্সসহ শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণমূলক আরও কর্মকাণ্ড হাতে নিতে হবে, যাতে সমাজে বিদ্যমান জ্ঞান বৈষম্য হ্রাসের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আরও জোরদার ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়। ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি ও ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেওয়া উচিত যাতে সৃজনশীল ও উদ্ভাবনকুশল স্মার্ট নাগরিক তৈরি করা যায়।

৫। মেধাস্বত্ত্ব বিষয়ক কার্যক্রম: বর্তমান সময়ে মেধাস্বত্ত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। মানুষের সৃজনশীলতার সুরক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সততা রক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানবিজ্ঞানের বাধাহীন বিস্তার মেধাস্বত্ত্বের মাধ্যমে নিশ্চিত করা যায়। গবেষণা প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে লেখার মৌলিকত্ব পরীক্ষার জন্য প্লেজিয়ারিজম বা গবেষণায় চৌর্যবৃত্তি যাচাই করতে হয়। এজন্য ইংরেজি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধের প্লেজিয়ারিজম পরীক্ষার নানাবিধ সফটওয়্যার থাকলেও বাংলা ভাষায় এ ধরনের উপযুক্ত সফটওয়্যার নেই। ব্যান্সডক-এর উদ্যোগে বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই এ ধরনের সফটওয়্যার তৈরির উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে যা গবেষণামূলক রচনার মেধাস্বত্ত্ব রক্ষায় সহায়তা করবে।

৬। প্রকাশনা কার্যক্রম বহুমুখীকরণ: ব্যান্সডক-এর প্রকাশনা কার্যক্রমকে আরও জোরদার করতে হবে। বিজ্ঞানবিষয়ক প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক তথ্য উৎস, যেমন বই, সাময়িকী, গ্রন্থপঞ্জি, সংক্ষিপ্তসার, ডাইজেস্ট বা সংকলন, নির্ঘণ্ট ইত্যাদি প্রকাশের মাধ্যমে দেশের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের তথ্য চাহিদা পূরণের উদ্যোগ নিতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদীয়মান নানা বিষয়ে ই-বুক ও ই-জার্নাল প্রকাশে উদ্যোগ নিতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে এবং লেখালেখি ও প্রকাশনা বিষয়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়া ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।

৭। ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবস্থাপনা: নানা ধরনের ডিজিটাল প্লাটফর্মে টেক্সট, ইমেজ, অডিও, ভিডিও, পিডিএফসহ নানা ধরনের ডিজিটাল তথ্যসামগ্রী বিনিময়ের জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলা দরকার। ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবস্থাপনার দুটো উপাংশ (component) রয়েছে: ডিজিটাল সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Digital Asset Management) ও ডিজিটাল আধেয় ব্যবস্থাপনা। (Digital Content Management)। প্রথমভাগে রয়েছে গবেষণা উপাত্ত, কর্মী প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, অ-প্রক্রিয়াকৃত (raw) ভিডিওসহ অভ্যন্তরীণ ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবস্থাপনা। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে ব্যবহারকারীসহ জনসাধারণ যেসব তথ্যসম্পদ দেখবেন ও ব্যবহার করবেন (সোশ্যাল মিডিয়া কনটেন্ট, ছবি ও ভিডিও, ব্লগ, ই-বুক ইত্যাদি) সেসব কনটেন্ট। ব্যান্সডক-এর বিদ্যমান তথ্যপ্রযুক্তি কাঠামোকে শক্তিশালী করে একটি শক্তিশালী ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলা হবে। এই পদ্ধতিকে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি দপ্তর ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত করা যেতে পারে, যাতে এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তথ্যের অবাধ প্রবাহ গড়ে তোলা সম্ভব হয়। ডিজিটাল কনটেন্টের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত সফটওয়্যার নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া উচিত, যেটি ব্যান্সডক-এর দীর্ঘমেয়াদী চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী ও সম্প্রসারণযোগ্য হবে।

৮। প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানভান্ডার ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম: ব্যান্সডকে তথ্যসামগ্রী সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যভাণ্ডার বা ইনস্টিটিউশনাল রিপোজিটরি গড়ে তুলতে হবে। নানা বিষয়ে কর্মরত বিজ্ঞানী ও গবেষকদের সমন্বয়ে Communities of Practice (CoP)-গড়ে তুলতে হবে। তাঁরা যাতে নিজেদের মধ্যে জ্ঞান অংশন (Knowledge Sharing) সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন সেজন্য ব্যান্সডককে জ্ঞান ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব দিতে হবে। বিশেষজ্ঞদের জ্ঞানকে ধারণ (capture) করা এবং দেশ বিদেশের অন্যান্য

Md. Moniruzzaman
SRO, BANSDOC
Ministry of Science & Technology

গবেষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজে ব্যান্সডক-এর ওয়েবসাইটকে একটি নলেজ পোর্টালে (knowledge portal) রূপান্তরিত করতে হবে। গবেষণায় পুনরাবৃত্তি রোধ করা এবং গবেষকদের কাঙ্ক্ষিত সামগ্রীসমূহ দ্রুত খুঁজে বের করার লক্ষ্যে বায়োলোজিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক্টসহ নানাবিধ অগ্রসর তথ্যভাণ্ডারের সাবস্ক্রিপশন অব্যাহত রাখতে হবে।

৯। **প্রচার-প্রচারণা ও অ্যাডভোকেসি:** বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক তথ্য ও জ্ঞানবিস্তারে ব্যান্সডক-এর বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ড থাকলেও অংশীজনসহ সর্বস্তরের জনগণের কাছে সেসব কার্যক্রমের তথ্য পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এজন্য প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রমকে বৃদ্ধি করা দরকার। এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটকে অধিকতর সক্রিয় করা ছাড়াও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্ন চ্যানেলকে ব্যবহার করতে হবে।

এছাড়া ব্যান্সডক-এর অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমকে বৃদ্ধি করতে হবে। সমাজের সর্বস্তরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে সচেতনতা বিস্তারে উদ্যোগ নিতে হবে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগাযোগ আরও বৃদ্ধি করা দরকার। বিজ্ঞানী ও গবেষকদের মাঝে গবেষণা সাক্ষরতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। এ লক্ষ্যে গবেষণা প্রবন্ধ রচনা ও প্রকাশ, সঠিকভাবে রেফারেন্সিং প্রদান, তথ্য সাক্ষরতাসহ প্রাসঙ্গিক নানা বিষয়ে গবেষকদের সহায়তা করতে পারে ব্যান্সডক।

১০। **অগ্রসর প্রযুক্তির বিষয়ে গবেষণা সহায়তা প্রদান:** স্মার্ট বাংলাদেশে ইন্টারনেট অব থিংস, বিগ ডাটা অ্যানালিটিক্স ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো উদীয়মান প্রযুক্তিসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ কারণে ব্যান্সডক-এর তথ্যভান্ডারে এসব বিষয় সংক্রান্ত তথ্যসামগ্রীর সম্মিলন ঘটাতে হবে। গবেষকরা যাতে এসব বিষয়ে গবেষণা করতে পারেন সেজন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে এবং বাংলাদেশে এসব বিষয়ে সংঘটিত গবেষণাগুলোর তথ্য বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তের গবেষক ও তথ্যানুসন্ধানীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যান্সডককে উদ্যোগী হতে হবে।

একুশ শতকের এ দ্রুত পরিবর্তনশীল সময়ে সারা বিশ্বজুড়ে গ্রন্থাগার ও তথ্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজেদের কর্মকাণ্ডে গুণ ও মাত্রাগত পরিবর্তন নিয়ে আসতে হচ্ছে। যুগের পর যুগ ধরে প্রথাগত যেসব পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে সেগুলো এখন আর কার্যকর বলে বিবেচিত হচ্ছে না। এ অবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিশেষায়িত তথ্যকেন্দ্র হিসেবে ব্যান্সডককেও নিজেদের কর্মপ্রয়াসকে ঢেলে সাজাতে হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ একটি বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গৃহীত স্মার্ট বাংলাদেশ কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্তির মাধ্যমে ব্যান্সডক তার সেবা ও কার্যক্রমে নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটাতে পারে।

Md. Moniruzzaman
SRO, BANSDOC
Ministry of Science & Technology

উপস্থিতি:

ব্যান্সডক
বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ই-১৪/ওয়াই, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৫৫০০৬৯১৮, ৫৫০০৬৯১৯; ফ্যাক্স: ৫৫০০৬৯১৭;
ই-মেইল: bansdoc@bansdoc.gov.bd; ওয়েব: www.bansdoc.gov.bd

২০/১২/২০২৩ ব্যান্সডক কর্তৃক আয়োজিত "স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে ব্যান্সডকের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন" শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতি/রেজিস্ট্রেশন

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক	অংশগ্রহণকারীদের নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর ও তারিখ
১.	ড: মো: মজলুর রহমান	সাবেক মহা: [illegible] (অব:) বাংলাদেশের [illegible] মন্ত্রণালয়, [illegible]	01748569095 Email: Mazlur9@Gmail.com	[signature] 20/12/2023
২.	মাহিদুল ইসলাম সিস্টেম এনালিস্ট	শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	01731430900 Email: mahidul05@gmai..	[signature] 20.12.23
৩.	হাবিবুন নবী ফরহাদ লাইব্রেরিয়ান	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি, সাভার-ঢাকা।	01740865193 farhad.islm@gmail.com	[signature] 20.12.2023
৪.	মো. আশরাফুল ইসলাম [illegible] অধিদপ্তর	এটুআই, আগারগাঁও	ashraful.islam@a2i.gov.bd. 01795936743	Ashraful 20.12.2023

ক্রমিক	অংশগ্রহণকারীদের নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর ও তারিখ
৫.	Sk. Mahmudul Hasan Hardware Engineer ICT cell	Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar Dhaka-1207	Mob: 01672359343 opuuapeee@gmail.com mahmudul@sau.edu.bd	[signature] 20/12/2023
৬.	Md. Abdul Alim Talukdar Deputy Secretary	ICT Division	01914200439 alim.talukder@yahoo.c..	[signature] 20/12/23
৭.	Md. Rasel Mahmud Assistant Director Department of Environment	Department of Environment	01515211902 raselmahmud10sh@gmail.com	[signature] 20/12/23
৮.	মো: শরিফুল হক সহকারী পরিচালক	পরিবেশ অধিদপ্তর	01728908272 Sharif.dumb@gmail.com	[signature] 20.12.23
৯.	মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন বিবলিওগ্রাফার	আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর	01754478671 muslim.nlb@gmail.com	[signature] 20/12/2023
১০.	মো: [illegible] [illegible], ব্যান্সডক, ঢাকা.	ব্যান্সডক, ঢাকা	01825622740	[signature] 20/12/23

[signature]
Md. Moniruzzaman
SRO, BANSDOC
Ministry of Science & Technology
Agargaon, Dhaka, Bangladesh

[signature]

ক্রমিক	অংশগ্রহণকারীদের নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর ও তারিখ
২৩.	সুজয় কুমার ঘোষ	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	[illegible] sujoyghoshjagannath11@Gmail.com	সুজয় ২০.১২.২৩
২৪.	জান্নাতী আক্তার	বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।	০১৭১২৬৪৬৮৪৫৮ ban1801014bmur@gmail.com	জান্নাতী ২০.১২.২৩
২৫.	মো: শাহজালাল আকন্দ পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	01673768925 shahjalal.bbs@gmail.com	[illegible] 20.12.23
২৬.	ডা: আবুল মাহিন তাজবীর রেসিডেন্ট ফিজিশিয়ান. (MB)	বি.এস.এম.এম.ইউ	01732413979 dr.mahintazbir@gmail.com	[illegible] 20/12/23
২৭.	মো: নুরী [illegible] সহ: সহ: লাইব্রেরিয়ান. [illegible] [illegible] ।	[illegible]	01792528980	[illegible] 20.12.23
২৮.	মো: মাসুদ [illegible] সহ. সহ. লাই-[illegible] [illegible]	Bansdoc	01643324802	[illegible]

Md. Moniruzzaman
SRO. BANSDOC
Ministry of Science & Technology
Agargaon, Dhaka, Bangladesh

ক্রমিক	অংশগ্রহণকারীদের নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর ও তারিখ
১১.	মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম সহকারী রেজিস্ট্রার	শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	01931684965 sirajul.sau1@gmail.com	[signature] 20/12/23
১২.	ডা. তাসনিমা নাওয়াজ সহকারী সার্জন	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	01777231251 nawaz.tasnima@gmail.com	[signature] 20/12/23
১৩.	মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম আঞ্চলিক [illegible]	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	01715144586 monirul.islam@bcc.gov.bd	[signature] 20/12/2023
১৪.	খন্দকার মাহমুদ [illegible] রিজভী সহকারী প্রোগ্রামার	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	01727529819 rizvee@ugc.gov.bd	Sohel Rizvee 20/12/23
১৫.	মো: ওমর ফারুক সহকারী যোগাযোগ প্রকৌশলী	বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ই-২৪, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭,	01717978598 omarfaruk_1864@yahoo.com	[signature] 20.12.23
১৬.	মো: আলাউদ্দিন টু: টে: [illegible], ঢাকা	[illegible]	01840633255	[signature]
১৭.	মো: মোশাররফ হোসাইন ক্যাটালগার পাঠক	এম. এম. কলেজ, যশোর	01580-701294 mosharraf4007@gmail.com	মোশাররফ
১৮.	নুসরাত শারমিন উপপরিচালক	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (UGC), আগারগাঁও,	01712-144692 [illegible]@ugc.gov.bd	[signature] 20/12/2023
১৯.	মোহাম্মদ আবুল হোসেন সহকারী কেন্দ্রীয় [illegible] রসায়নবিদ	কেন্দ্রীয় ঔষধাগার, ঢাকা	01726-177820 mahossainch@gmail.com	[signature] 20.12.23
২০.	মো: জুনায়েদ আব্দুল কাইয়ুম সহ: রেজিস্ট্রার NINS & H	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতাল	01819-135642 junaidaq[illegible]21@gmail.com	[signature] 20/12/23
২১.	মো: মোস্তাকুর রহমান [illegible]	[illegible] ঢাকা	01921192370	[signature] 20/12/23
২২.	[illegible]	[illegible]	01720541883	[signature]

Md. Moniruzzaman
SRO, BANSDOC
Ministry of Science & Technology

ক্রমিক	অংশগ্রহণকারীদের নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর ও তারিখ
৪১.	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম সহযোগী অধ্যাপক	তেজগাঁও কলেজ	01724-599030	[illegible] 20.12.2023
৪২.	MD: Moniruzzaman Bansdoc	Govt. Titumir clg	01749483044	[illegible] 20.12.23
৪৩.	মো: মুজাহিদ হোসেন ব্যাচেলর এর পাঠক	সরকারি তিতুমীর কলেজ	01571729788	মুজাহিদ হোসেন 20.12.23
৪৪.	মো: সেলিম হোসেন কাশফুল এর পাঠক,	ঢাকা ও লেকচ	01840308965	মো: সেলিম হোসেন 20-12-2023.
৪৫.	ইউসুফ আলী শিক্ষার্থী	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	01516736935 yousufmintodu@gmail.com	[illegible] 20-12-2023
৪৬.	মোঃ নাজমুল [illegible] [illegible]	[illegible]	01748-717061	[illegible] 20122023

ক্রমিক	অংশগ্রহণকারীদের নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর ও তারিখ
৪৭.	মোহাম্মদ উজ্জল হোসেন [illegible] [illegible]	ইনস্টিটিউট অব [illegible], সাভার, ঢাকা	01303166218 uzzalbge10044@gmail.com	[illegible] 20/12/2023
৪৮.	মোঃ আবু হান্নান জেবিএ, কাশফুল আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭	কাশফুল ঢাকা	01914022555 villageit@yahoo.com	আবু হান্নান 20.12.2023
৪৯.	রেবেকা সুলতানা [illegible] ICTD	[illegible]	01552434553 rebekasultana1582@gmail.com	[illegible]
৫০.	মুমিনুর রশীদ সহকারী [illegible] জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	01520083502 mumin.du@gmail.com	[illegible]
৫১.	এম. এম. আবু হান্নান সহকারী কিউরেটর	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	01915177782 hannan094039@gmail.com	[illegible] 20.12.2023
৫২.	মো: [illegible]	[illegible]	01725382065	[illegible]

Md. Moniruzzaman
SRO, BANSDOC
Ministry of Science & Technology

ক্রমিক	অংশগ্রহণকারীদের নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর ও তারিখ
২৯.	মো: নাহিদ হাসান ইঞ্জিনিয়ার	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	01737 869322 nahid@baera.gov.bd	[signature] 20/12/23
৩০.	ডা: মো: মামুনুর রশীদ, সহকারী অধ্যাপক NICVD,	সহ: অধ্যাপক, NICVD, ঢাকা।	01710791758 mamunurrashiddr.28@gmail.com	[signature] 20/12/23
৩১.	Margia Afroz Birdem Medical officere	Birdem General Hospital	01755846217 margiaafroz@gmail.com	[signature] 20/12/23
৩২.	Maksudul Haque Shihk Delta Medical College Medical Officer	Delta Medical College	01756502306 ddxant9@gmail.com	[signature] 20/12/23
৩৩.	Dr. Md. Mahbub Alam PSO,	BAEC	01713289075 mahbub@baec.gov.bd	[signature] 20/12/2023
৩৪.	Shahin Ahmed SO, BANSDOC	BANSDOC	01715779118	[signature] 20/12/23
৩৫.	রুবেল কান্তি দে ইলেকট্রনিক অফিসার	বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) আগারগাঁও শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা	[illegible] [illegible] rubelkanti@sparrso.gov.bd	[signature] ২০/১২/২০২৩
৩৬.	মো: আজমত আলী অফিস সহকারী	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, ঢাকা।	01726788217 azmotali.nmst@gmail.com	[signature] ২০/১২/২৩
৩৭.	মো: মোস্তাফিজুর রহমান D.A	BANSDOC	01934530082	[signature]
৩৮.	Md Ali Azam Khan DEO	BANSDOC	01866238828	[signature]
৩৯.	মো: মনির হোসেন ক্যাশিয়ার	ব্যান্সডক	01822287692	[signature]
৪০.	মো: আমিনুল ইসলাম অ.স. কাম কম্পি.মু	ব্যান্সডক	01516102116	[signature]

Md. Moniruzzaman
SRO, BANSDOC.
Ministry of Science & Technology

ক্রমিক	অংশগ্রহণকারীদের নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর ও তারিখ
৫৩.	মোঃ আলী আকবর সহকারী পরিচালক	আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।	01816-750-749 aliakbarlalaibe yahoo.com	[illegible] 20/12/23
৫৪.	মো: নাজমুল সাদাত সিনিয়র এনালিস্ট	শেরে-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	01714845498 nazmulsau32@gmail.com	Nazmul 20/12/23
৫৫.	[illegible] সহকারী পরিচালক	BCC	01715021926 mbc.bcc@gmail.com	[illegible] 20/12/23
৫৬.	রুবিনা খাতুন কার্টোগ্রাফার	জাদুঘর, ঢাকা	01552337165	[illegible] 20/12/23
৫৭.	মোহাম্মদ আনোয়ার আলী সহকারী, [illegible] অফিসার	জাদুঘর, ঢাকা	01913624326 [illegible]	[illegible] 20/12/2023
৫৮.	মো. ইমরান হোসাইন লাইব্রেরিয়ান জাদুঘর	জাদুঘর, ঢাকা	01755-115473 librarian@bangabc.gov.bd	[illegible] 20.12.2023

ক্রমিক	অংশগ্রহণকারীদের নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর ও তারিখ
৬৫.	মোহাম্মদ সাইদুর রহমান উপপরিচালক	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	01819555444 sr_saidur@yahoo.com	[illegible] 20/12/23
৬৬.	মোঃ তৌফিকুল হক, প্রোগ্রামার	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	01863241426 tafikulhaque@baera.gov.bd	Tafikul 20/12/2023
৬৭.	মোঃ ওয়াহিদুর রহমান সহ: প্রধান পরিদর্শক, [illegible] কর্মকর্তা	জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এন আই সি ভি ডি	01552351249 tusharmolla86@gmail.com	[illegible] 20.12.23
৬৮.	Dr. Sadia Afroze Medical Officer of BIRDEM	BIRDEM	01521331281 sadiamubc.13@gmail.com	Sadia
৬৯.	মো: মনির উদ্দীন	ঢাবি	01761804629	Monir
৭০.				

Md. Moniruzzaman
SRO, BANSDOC
Ministry of Science & Technology
Agargaon, Dhaka, Bangladesh

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ব্যান্সডক-এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

শীর্ষক কর্মশালা

প্রধান অতিথি : মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী, মহাপরিচালক, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, ঢাকা

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক: ড. কাজী মোস্তাক গাউসুল হক, অধ্যাপক, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাবি

আলোচক ও বিশেষ অতিথি : মোঃ আব্দুল মোমিন, অতিরিক্ত সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ঢাকা

: অধ্যাপক ড. কামরুন নাহার, কৃষি উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

: বিদ্যুৎ চন্দ্র আইচ, যুগ্মসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা

সভাপতি : মীর জহুরুল ইসলাম, মহাপরিচালক, ব্যান্সডক, ঢাকা

তারিখ : ০৫ পৌষ ১৪৩০ /২০ ডিসেম্বর ২০২৩ সময়: ১০.০০ ঘটিকা স্থান : ব্যান্সডক অডিটোরিয়াম

বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ই-১৪/ওয়াই, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

Md. Moniruzzaman
SRO, BANSDOC
Ministry of Science & Technology